প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

সাধারণ সেবা এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

প্রধান কার্যালয়, ৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।

সকল শাখা/ আঞ্চলিক কার্যালয়/ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
ও দপ্তরসমূহ/ প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ,
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

পরিপত্র নং-০৫
তারিখঃ- ১৪/০৫/২০২৩

বিষয়ঃ "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) নীতিমালা, ২০২২" প্রসঙ্গে।

বিগত ২৯.০১.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১০০তম সভায় "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) নীতিমালা, ২০২২" অনুমোদিত হয়।

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) নীতিমালা সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ১৪(চৌদ্দ) পৃষ্ঠা।

১৪/৫/২০২৩

(মোঃ হারুন অর রশীদ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান

আলোচ্যসূচিঃ ০৮ (পরিশিষ্ট-"ক")

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) নীতিমালা,২০২২

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

জুলাই,২০২২

অনুসরণে-

"Policy Guidelines on Corporate Social Responsibility for Banks and Financial Institutions"

SFD Circular No. 01, Date- 09/01/2022

Sustainable Finance Department, Bangladesh Bank

সূচিপত্র

০১. প্রারম্ভ ---------- ০২

০২. সিএসআর - সংজ্ঞা ---------- ০৩

০৩. সিএসআর - ভিশন ও মিশন ---------- ০৩

০৪. সিএসআর এর উদ্দেশ্য ---------- ০৩

০৫. সিএসআর কার্যক্রমে সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ---------- ০৪

০৬. সিএসআর খাত ---------- ০৪

৬.০১ শিক্ষা খাত ---------- ০৬

৬.০২ স্বাস্থ্য খাত ---------- ০৬

৬.০৩ পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন খাত ---------- ০৭

৬.০৪ আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম ---------- ০৮

৬.০৫ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ---------- ০৯

৬.০৬ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ০৯

৬.০৭ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ---------- ১০

৬.০৮ অন্যান্য খাত ---------- ১০

০৭. সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া ---------- ১১

০৮. সিএসআর-এর অধীনে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ---------- ১১

০৯. সিএসআর-এর অধীনে সোশ্যালি রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং (এসআরএফ) ---------- ১১

১০. নারী ক্ষমতায়ন ---------- ১২

১১. বিশেষ নির্দেশনা ---------- ১৩

১২. সিএসআর কার্যক্রমে নিষিদ্ধ ---------- ১৩

১৩. প্রশাসনিক কাঠামো ও তহবিল বরাদ্দ প্রক্রিয়া ---------- ১৪

১৪. সিএসআর ব্যয় মনিটরিং ---------- ১৪

১৫. প্রতিবেদন ও প্রকাশনা ---------- ১৫

১৬. পরিশেষ ---------- ১৫

০১. প্রারম্ভ

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর হল এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসার নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ব্যবসা নৈতিক ও আইনগতভাবে পরিচালিত হলেই এর সমস্ত দায়মুক্তি হয়েছে তা বলা যায় না। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। বর্তমান যুগে বিশ্বের অধিকাংশ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে। এটিকে একটি মানবহিতৈষী বা মানবকল্যাণের নীতি হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) বিশ্বব্যাপী ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই উন্নয়ন, অর্থনীতির ধারাবাহিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে, সমাজের বৈষম্য হ্রাস এবং পরিবেশগত অবক্ষয় প্রশমনের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতে সিএসআর কার্যক্রমের মূলধারার সূচনা করে। পরবর্তী সময়ে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একাধিক প্রজ্ঞাপন জারি এবং ব্যয় খাত নির্ধারণ ছাড়াও এ সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ২০১৪ সালে সিএসআর খাতে ব্যয় বিষয়ে প্রথমবার নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিএসআর কর্মকান্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে দেশের আর্থিক খাতের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে; যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ, সংস্কৃতি, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ত্রাণ ও সহায়ক কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা, পরিবেশগত ক্ষয়-প্রতিরোধী 'গ্রিন' কর্মসূচি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

সামাজিক, পরিবেশগত সুশাসন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাঠামোগতভাবে দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে আমাদের ব্যাংক সিএসআর কার্যক্রমের সাথে জড়িত। একটি ব্যবসা কেবলমাত্র তখনই টেকসই হয়ে উঠতে পারে যখন তা পরিবেশ এবং এর বিকাশের কথা মাথায় রেখে পরিচালনা করা হয়। সিএসআর এমন একটি মাধ্যম যা অংশীদার, পরিবেশ এবং সম্প্রদায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং টেকসই ব্যবসায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বিশ্বাস করে যে একটি দায়িত্বশীল এবং টেকসই ব্যবসায়িক সংস্থা হতে গেলে অবশ্যই তার অংশীদারদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্বার্থের কথা মাথায় রেখে দায়িত্বশীলতার সাথে এগোতে হবে। আজ আমাদের পরিবেশ রক্ষায় সচেতন আচরণই পারবে আগামীর ভবিষ্যৎকে উন্নত ও সুন্দর করতে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। টেকসই ব্যবসায়ের মৌলিক প্রত্যয়ই আমাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রধান কৌশল যা সম্প্রদায়কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সুশাসন এবং সামাজিক অগ্রাধিকারের মাধ্যমে একীভূত করে।

০২. সিএসআর সংজ্ঞা

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা সিএসআর এর সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন সংজ্ঞা নেই। সিএসআর-কে সাধারণত অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'Triple Bottom Line Framework' হিসাবে বোঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাত অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত থেকে আলাদা। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মতামত ও ধারণা বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্তভাবে সিএসআর কে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে-

সিএসআর হলো অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক আবশ্যিকতার ভারসাম্য (Triple Bottom Line Approach) অর্জনের জন্য স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। গুরুত্বপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনহিতকর কর্মকান্ডের পাশাপাশি কার্যকর কর্মসূচি ও গুচ্ছ বিনিয়োগ এবং টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নকল্পে সকল প্রকার দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, মানসম্পন্ন খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতা এবং সমাজের পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সিএসআর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

০৩. সিএসআর - ভিশন ও মিশন

ব্যাংক মানে শুধু সাধারণ মানুষের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদানের গতানুগতিক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; ব্যাংকও জনকল্যাণে, সামাজিক বিকাশে, চিকিৎসা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নে উৎসাহব্যঞ্জক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার যে ক্ষুদ্র অংশ সামাজিক কাজে ব্যয় করার জন্য রাখা হয়, সেটাই সিএসআর এর অর্থ। সকল প্রকার দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করার লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, দুঃস্থ, অসহায়, প্রান্তিক, হতদরিদ্র এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা, সমাজে কেউ যেন পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আনার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোই সিএসআর উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

০৪. সিএসআর এর উদ্দেশ্য

সিএসআর মিশন এবং ভিশন পূরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসী কর্মী, কৃষি, সিএমএসএমই এবং গ্রিন ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে ভর্তুকিযুক্ত অগ্রাধিকার খাতে ঋণ নির্ধারণের পরিকল্পনা করেছে। অধিকন্তু, পাহাড়, হাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের অনুন্নত অঞ্চল/গোষ্ঠী, আদিবাসী/উপজাতি জনগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ/ট্রান্সজেন্ডার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, লিঙ্গ বৈষম্য ও হয়রানির সম্মুখীন নারীদের উন্নয়নকল্পে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মূল দৃষ্টিপাত করে। এই প্রেক্ষাপটে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম ও শহরের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সিএসআর সহায়তা বাড়িয়ে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

০৫. সিএসআর কার্যক্রমে সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী

সিএসআর খাত	মূল সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী
১) শিক্ষা ২) স্বাস্থ্য ৩) আয়-উৎপাদন মূলক কার্যক্রম ৪) অবকাঠামো উন্নয়ন ৫) পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন ৬) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৭) গ্রিন এসআরএফ ৮) অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ৯) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	• দারিদ্র্যসীমায় বসবাসকারী দুঃস্থ ও অপুষ্টির শিকার পুরুষ, মহিলা এবং শিশু • অবহেলিত শিক্ষার্থী, পথশিশু • আদিবাসী জনগোষ্ঠী, কৃষক, মৎস্যজীবী • কর্মহীন বেকার • জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের নারী, শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ • বস্তি, অনানুষ্ঠনিক বসতি, দূর্গম ও পাহাড়ি এলাকা এবং দ্বীপ অঞ্চল • জলবায়ু শরনার্থী • শিক্ষার্থী, অদক্ষ ও বেকার নারী, যুবক, পেনশনভোগী এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠী • সিএমএসএমই, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন আয়ের পরিবার, ফ্রিল্যান্সার, প্রবাসী

০৬. সিএসআর খাত

টেকসই সিএসআর প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে তার স্থায়িত্বকে মূল বিবেচনায় নিয়ে কার্যক্রমগুলিকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সামাজিক টেকসই কর্মসূচি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচির পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলিতে বেশি জোর দিতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের জন্য সিএসআর ব্যয়ের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আয়-উৎপাদনমূলক কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নযয়ন, খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য খাতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সিএসআর এর আওতায় অর্থ ব্যয়ের নির্ধারিত খাতসমূহঃ

ক) শিক্ষা খাত;

খ) স্বাস্থ্য খাত;

গ) পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত;

ঘ) আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম;

ঙ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

চ) অবকাঠামো উন্নয়ন;

ছ) ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি

জ) অন্যান্য খাত।

খাতভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণঃ

ব্যাংকের সিএসআর খাতে অনুমোদিত বাজেট থেকে নিম্নবর্ণিত ছকে নির্ধারিত খাতসমূহের জন্য উল্লিখিত হারে ব্যয় করতে হবেঃ

খাতের নাম	ব্যয়ের পরিমান (মোট ব্যয়ের %)
ক) শিক্ষা খাত	নূন্যতম ৩০%
খ) স্বাস্থ্য খাত	নূন্যতম ৩০%
গ) পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত	নূন্যতম ২০%
ঘ) আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম ঙ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা চ) অবকাঠামো উন্নয়ন ছ) ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি জ) অন্যান্য খাত।	-

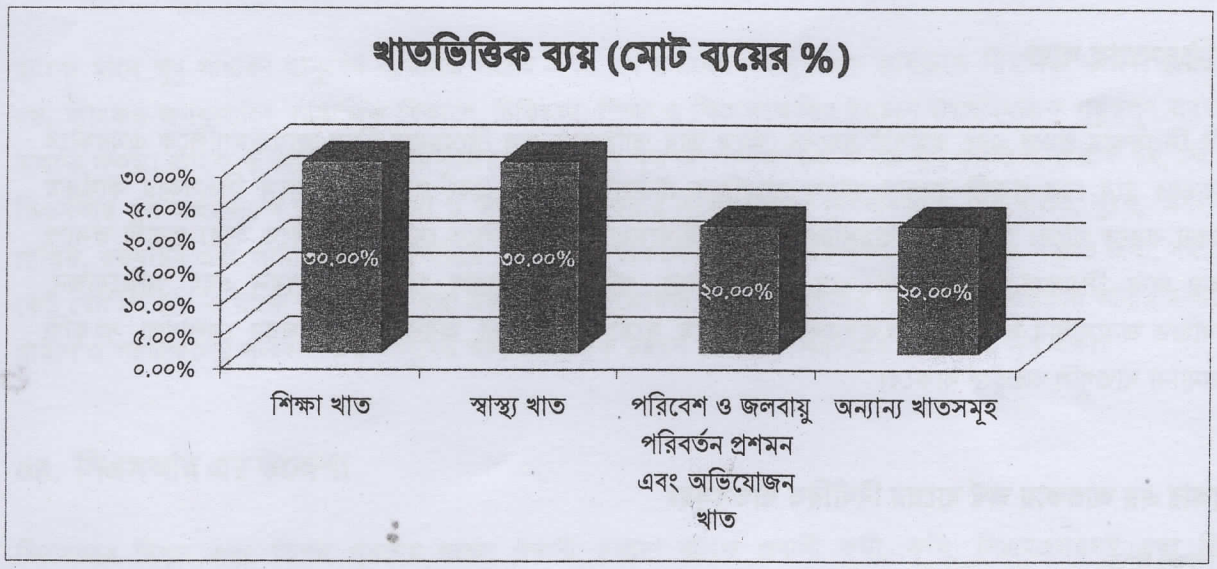

৬.০১ শিক্ষা খাত

শিক্ষা খাতে ব্যাংক মোট সিএসআর ব্যয়ের ন্যূনতম ৩০% ব্যয় করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ

ক) প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি প্রদান;

খ) পল্লী ও নগর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (টেকনিক্যাল/ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটসহ) অবকাঠামো ও সুবিধাসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান;

গ) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির সুযোগ বাড়ানোর জন্য চাকুরী কেন্দ্রিক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ;

ঘ) ঝরে পড়া রোধে মানসিক/শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্ধ শিশুদের শিক্ষায় সহায়তা;

ঙ) কর্মচারীদের শিশু বৃত্তি/উপবৃত্তি এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে হয়রানি প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচী;

চ) সারা দেশে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পাঠাগার স্থাপন;

ছ) উন্নত দেশ গড়তে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল-কলেজের জন্য আইসিটি ও বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন;

জ) শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, মানবপাচার, স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ;

ঝ) অর্থনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি সম্পর্কিত কার্যক্রম;

ঞ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০২ স্বাস্থ্য খাত

স্বাস্থ্য খাতে ব্যাংক মোট সিএসআর ব্যয়ের ন্যূনতম ৩০% ব্যয় করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত হতে পারে-

ক) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা;

খ) ব্যয়বহুল চিকিৎসার (যথা- ক্যান্সার, কিডনি রোগ, হৃদরোগ, লিভারের রোগ, দূর্ঘটনাজনিত অপারেশন, অগ্নিদগ্ধ, এসিডদগ্ধ, চোখের ছানি অপারেশন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রোগীদের নিরাময়মূলক চিকিৎসার খরচের জন্য সরাসরি অনুদানসহ সহায়তা;

গ) সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চিকিৎসায় নিয়োজিত হাসপাতাল ও ডায়াগনিস্টিক সেন্টার পরিচালনার খরচ;

ঘ) দরিদ্র পরিবার এবং শহুরে এলাকার ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর টয়লেট সুবিধা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি উদ্যোগে অনুদান ;

ঙ) COVID-19, SARS, AIDS, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগের মতো বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলায় প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্য ব্যয়;

চ) মানসম্পন্ন হাসপাতাল সুবিধা ও স্বল্পমূল্যের ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে শিশুমৃত্যু হার কমানো এং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন;

ছ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে নিয়োজিত সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান;

জ) অসহায় এবং দরিদ্র বয়স্ক/বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যসেবা;

ঝ) নির্বাহী পর্যায়ে নেই এমন কর্মচারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের চিকিৎসা সুবিধা;

ঞ) কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা এবং সুস্থতার উদ্যোগ;

ট) অস্বচ্ছল প্রবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য সহায়তা;

ঠ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০৩ পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত

জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং দশকব্যাপী উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফলতা অর্জনের প্রতি হুমকিস্বরুপ। ঘনঘন এবং ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উচ্চ নির্ভরশীলতা এবং সীমিত সক্ষমতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের

জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহাওয়ার চরমতার সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। স্বাস্থ্য, জ্বালানি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, শিল্প (খনি ও নির্মাণ), পরিবহন, বাণিজ্য, পর্যটন, কৃষি, বন, মৎস্য, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বাস্তুতন্ত্র, পণ্য ও পরিষেবা এবং খাদ্য নিরাপত্তা হলো একটি দেশের প্রধান উন্নয়ন খাত যা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি পরিবেশ-বান্ধব অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাতে ব্যাংক মোট সিএসআর ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% ব্যয় করবে যার মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ

ক) নদী, খাল, নিম্নভূমির পলি অপসারণ;

খ) বাঁধ নির্মাণ, নিম্ন জলাভূমিতে আইল নির্মাণ;

গ) শহরে এলাকায় নর্দমা/নিষ্কাশন ব্যবস্থা;

ঘ) সৌর শক্তি/বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র;

ঙ) দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় রাস্তা, সেতু/সাঁকো নির্মাণ;

চ) আবাসন, গুচ্ছ গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র;

চ) বন্যা, সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র;

জ) উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা;

ঝ) উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের জন্য স্যান্ডউইচ প্যানেল;

ঞ) ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের জন্য সহায়তা;

ট) পশুসম্পদ খাতে সহায়তা;

ঠ) সাইক্লোন শেল্টার এবং ক্লাইমেট প্রুফ হাউজিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

ড) স্বাস্থ্য খাতে অভিযোজন অর্থাৎ বিদ্যমান এবং নতুন রোগের ঝুঁকির জন্য নজরদারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন;

ঢ) জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ এবং দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

ণ) কার্যকর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উন্নয়ন;

ত) ফসল উৎপাদনে বৈচিত্র আনার লক্ষ্যে প্রচারণা;

থ) উপকূলীয় বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ;

দ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা;

ধ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০৪ আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম

আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে সিএসআর খাত থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) কৃষক দল গঠন। শস্য বৈচিত্র্য, পশুসম্পদ, মৎস্য ও হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;

খ) তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি তৈরি;

গ) জাতীয় সমাজসেবা কর্মসূচিতে তরুণদের অংশগ্রহনে সহায়তা;

ঘ) যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সরবরাহ;

ঙ) আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক সরঞ্জাম সরবরাহ সহ অন্ধ ব্যক্তিদের সহায়তা;

চ) অসহায়, এতিম, অন্ধ, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের খাবার, বাসস্থান ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

ছ) দুস্থ, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী ও গৃহহীনদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ;

জ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টেকসই উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রশমন/প্রতিরোধ, প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধার -এই কয়েকটি ভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিএসআর খাত থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি (সেমিনার, কর্মশালা, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি) গ্রহণ;

গ) কার্যকর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) জরুরী ত্রাণ সরবরাহ (বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, ভূমিধস, অগ্নিদগ্ধ, তীব্র ঠান্ডা, খরা, ভারী বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙ্গন সহ অন্যান্য দূর্যোগ);

ঙ) জরুরী উদ্ধার পরিষেবা সরঞ্জামাদি (ফায়ার ব্রিগেড, কোস্টগার্ড ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম) ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;

চ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০৬ অবকাঠামো উন্নয়ন

দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন অপরিহার্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অগ্রাধিকার দিতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নে সিএসআর খাত থেকে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য স্কুল ভবন, লাইব্রেরি, শিশুদের পার্ক, খেলার মাঠ, বিনোদন ও সাহিত্য কেন্দ্র (শিল্প, নৃত্য, চিত্রাংকন ইত্যাদি) তৈরি;

খ) স্থানীয় কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য গ্রামের বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন;

গ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প;

ঘ) কটেজ ও ক্ষুদ্র পণ্য ক্লাস্টারের জন্য অবকাঠামো/শেড/ভবন নির্মাণ;

ঙ) সম্ভাবনাময় অঞ্চলে পর্যটন খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন;

চ) বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানার অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন ব্যয়;

ছ) ডে-কেয়ার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন খরচ;

জ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০৭ ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি

ব্যাংক তার সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য, খেলাধুলা, বিনোদনমূলক কর্মকান্ড এবং প্রত্যন্ত/পশ্চাদপদ অঞ্চলে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারে। এ খাতে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিতে অর্থায়ন করা যেতে পারেঃ

ক) দেশীয় অলাভজনক প্রকল্প/অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ) গ্রামীণ অঞ্চলে খেলোয়ারদের (একক/দলগত) প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া সামগ্রীর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) জাতীয় ঐতিহ্য পুনর্গঠন ও সংরক্ষনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) লোকসংস্কৃতি (যাত্রা, নাটক, জারিগান, পালাগান, গম্ভীরা, লোকসঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা (নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, কুস্তি ইত্যাদি) আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঙ) ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, হা-ডু-ডু, কাবাডি, দাবা, সাঁতার ইত্যাদি বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

চ) দূর্বল খেলোয়ার ও গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত খেলোয়ারদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। প্রশিক্ষক, শিক্ষক, লেখক, কবি, সংগীত শিল্পী, সমাজসেবক, ক্রীড়া সংগঠক, একইসাথে বিভিন্ন স্বীকৃত পেশার সনামধন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সহায়তা করা যেতে পারে;

ছ) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ধারণ, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রকাশনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগরণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আয়োজক সংগঠনগুলোর জন্য সিএসআর তহবিল বরাদ্দ করা;

জ) জনস্বার্থে জাদুঘর ও লাইব্রেরি পরিচালন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;

ঝ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে গৃহীত সমসাময়িক গবেষণা কাজ এবং প্রকল্পের জন্য তহবিল প্রদান;

ঞ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

৬.০৮ অন্যান্য খাত

উপরে উল্লিখিত খাতসমূহ ছাড়াও, অনুদান পাওয়ার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (প্রধানমন্ত্রী অফিস, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি) কে সিএসআর খাত থেকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এই ধরণের সিএসআর অনুদান স্বীকৃত হবে এবং "অন্যান্য খাত" হিসেবে রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়া বিবৃতি/প্রতিবেদনে সহায়ক নথিসহ প্রযোজ্য খাত-ভিত্তিক সিএসআর বরাদ্দে (উপরে উল্লিখিত) এই ধরনের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হবে।

০৭. সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া

সিএসআর তহবিলের যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ইতিবাচক পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য সিএসআর প্রোগ্রামকে অবশ্যই একটি বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। বাছাই প্রক্রিয়ায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবেঃ

১) যে খাতে ব্যয় হচ্ছে প্রাথমিকভাবে তার প্রয়োজনীয়তা/যথার্থতা মূল্যায়ন;

২) উক্ত খাত হতে অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা বাছাই/সনাক্তকরণ;

৩) উপযুক্ত অঞ্চল/এলাকা নির্বাচন;

৪) কী পরিমাণ অর্থ সহায়তা/বিতরণ করা হবে তা নির্ধারণ;

৫) অন্য কোন (যদি প্রয়োজন হয়)।

০৮. সিএসআর-এর অধীনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

মে, ২০২১ সালে মন্ত্রীসভার অনুমোদনক্রমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ "জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল" প্রবর্তন করেন। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ যেতে পারেঃ

ক) শিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্ট, প্রান্তিক কৃষক এবং তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) খাতের শ্রমিকদের "নো-ফ্রিল অ্যাকাউন্ট" এর জন্য ব্যাংক কর্তৃক খরচ বহন;

খ) বাংলাদেশের পাহাড়, হাওর, ছিটমহলের মত পশ্চাদপদ অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবিকা/জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;

গ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রচারে সহায়তা;

ঘ) পথশিশু/শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা/আর্থিক স্বাক্ষরতা শিক্ষাদানের জন্য আর্থিক সহায়তা;

ঙ) লোকশিল্প, লোকসংগীত এবং পারফর্মিং আর্ট এর মত সাংস্কৃতিক বিষয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

০৯. সিএসআর-এর অধীনে সোশ্যালি রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং (এসএরএফ)

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স পলিসি অনুযায়ী সোশ্যালি রেসপন্সিবল ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত হতে পারেঃ

ক) জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (যেমন- নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, শিল্প ও পৌরসভার বর্জ্য হ্রাস, জলাশয় পুনরুদ্ধার এবং সুরক্ষা, জলাভূমি, সবুজ উপকূলীয় অঞ্চলের সম্প্রসারণ, পানি পরিশোধন, টেকসই স্যানিটেশন, জলাবদ্ধতা প্রশমন, মাটি ও পানির লবণাক্ততা প্রশমন, নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ইত্যাদি) মোকাবেলার জন্য রেয়াতি হারে বিনিয়োগ;

খ) সবুজ/পরিচ্ছন্ন পরিবহন প্রকল্পে অর্থায়ন (সাইকেল, বায়ু ও সৌর চালিত যানবাহন, ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা সহ বৈদ্যুতিক যান, জৈব জ্বালানি ইত্যাদি);

গ) স্যান্ড-উইচ প্যানেলে অর্থায়ন (উপকূলীয় অঞ্চলে বা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ভাসমান বা স্থানান্তরযোগ্য বাড়ি);

ঘ) সরকার অনুমোদিত ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পে অর্থায়ন;

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সিএসআর তহবিল থেকে নিম্ন সুদের হারে অর্থায়ন করতে পারবে। রেয়াতি সুদ হারের পরিমাণ Weighted Average Cost of Fund থেকে কম হলে তা সিএসআর হিসাবে গণ্য করা হবে। এই প্রকার রেয়াতি সুদের হারে সিএসআর বরাদ্দ শুধুমাত্র ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১০. নারী ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের নারীরা স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক সুযোগ, পেশাগত অংশগ্রহণ এবং অর্থের ব্যবহারসহ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাধার সম্মুখীন হয়। নারীদের অংশগ্রহণ সহজীকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য কমানোসহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং দেশব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাংক নিম্নলিখিত সিএসআর উদ্যোগ নিতে পারে-

ক) আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির মাধ্যমে নারী শিক্ষায় সহায়তা;

খ) অদক্ষ নারীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী;

গ) আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষিত নারীদের সরঞ্জাম সরবরাহ;

ঘ) ব্যবসায় উদ্যোগের জন্য আর্থিক সহায়তা;

ঙ) অসহায়/দুঃস্থ নারীদের খাদ্য, আশ্রয় এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ;

চ) জামানত ব্যতীত নারীদের আর্থিক সহায়তা/রেয়াতি সুদ হারে ঋণ প্রদান;

ছ) নারী হোস্টেল ভবন নির্মাণ;

জ) স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক নির্মাণ;

ঝ) নারী কর্মচারীদের জন্য পৃথক পরিবহন সুবিধা প্রদান;

ঞ) কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ;

ট) বীরাঙ্গনাদের সহায়তা;

ঠ) সংশ্লিষ্ট খাত সংক্রান্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম।

১১. বিশেষ নির্দেশনাসমূহ

ক) সিএসআর তহবিল বিতরণের আগে যথাযথ নিয়মাবলী পরিপালন করতে হবে;

খ) সিএসআর সম্পর্কিত সমস্ত আর্থিক লেনদেন যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;

গ) সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

ঘ) ব্যক্তি/প্রকল্পে সিএসআর তহবিল বিতরণ করার সময় সিএসআর কার্যক্রমে ডুপ্লিকেশন/ডাবল কাউন্টিং এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;

ঙ) যেকোনো জাতীয় জরুরি অবস্থা/সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সমসাময়িক সিএসআর কার্যক্রম নির্দেশনা যথাসময়ের পরিপালন করতে হবে;

১২. সিএসআর কার্যক্রমে নিষিদ্ধ

ক) সমাজের আপামর জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সংস্কৃতি, আত্মকর্মসংস্থান ও সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোন প্রকার ভূমিকা রাখে না এমন কর্মসূচী/কার্যক্রম;

খ) পণ্য বা বিজ্ঞাপনী কার্যক্রমে অনুদান;

গ) পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন কোন প্রকল্প/ব্যবসা/প্রতিষ্ঠানকে কোন প্রকার অনুদান/আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঘ) সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অর্থায়ন/সহায়তা/পৃষ্ঠপোষকতা;

ঙ) ব্যাংকের পরিচালক বা তাদের পরিবারের সদস্যদের বা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা/অর্থ বরাদ্দ;

চ) বলপূর্বক শ্রম/শিশুশ্রম সম্পর্কিত কার্যক্রম;

ছ) দেশের আইন এবং প্রবিধান দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কার্যক্রম;

জ) পরিবেশ অবক্ষয়ের জন্য হুমকি এমন কার্যক্রম;

ঝ) সামাজিক মূল্যবোধ/জনগণের ভাবমূর্তির জন্য হুমকি স্বরূপ কার্যক্রম;

ঞ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পৃষ্ঠোপোষকতা;

ট) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচ।

১৩. প্রশাসনিক কাঠামো ও তহবিল বরাদ্দ প্রক্রিয়া

ক) একটি সিএসআর ইউনিট/ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সিএসআর গাইডলাইন এর আলোকে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

খ) কর পরবর্তী মুনাফা হতে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ নিতে হবে। সিএসআর ইউনিট/ফাউন্ডেশন বছরের শুরুতে বার্ষিক সিএসআর কর্মসূচী তৈরী করে পরিচালনা পর্ষদ সমীপে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে;

গ) ব্যাংকের পরিচালক/সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এর পরোক্ষ/প্রত্যক্ষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন সিএসআর কর্মসূচী গ্রহণ করা যাবে না;

ঙ) সিএসআর তহবিলের মোট বরাদ্দের নূন্যতম (Minimum) ৩০% শিক্ষাখাতে, ৩০% স্বাস্থ্যখাতে, ২০% পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাত সহ আয় উৎপন্নকারী কার্যক্রম, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা যাবে;

চ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সিএসআর হতে অনুদান প্রদান করা যাবে;

ছ) বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে কোন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন আর্থিক সাহায্য বা অনুমোদনের জন্য আবেদেন করলে আবেদনের সাথে অবশ্যই বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের অনুমোদন পত্র জমা দিতে হবে।

১৪. সিএসআর ব্যয় মনিটরিং

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তদারকিতে থাকবে;

খ) সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের তদারকিতে থাকবে;

গ) সিএসআর সহায়তার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরবর্তীতে কোন প্রকার সিএসআর সহায়তার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেয়া যেতে পারে;

ঘ) ব্যাংক উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে সিএসআর সহায়তার যথাযথ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করবে;

ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে সিএসআর এর অর্থ বরাদ্দ করা হলে সমঝোতা স্মারক গ্রহণ করতে হবে। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কিনা ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট তা মনিটরিং করবে;

চ) কোন প্রতিষ্ঠান/সংগঠনে Phase Disbursement এর ক্ষেত্রে পূর্বের ছাড়কৃত অর্থের ব্যবহারের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্বের ছাড়কৃত অর্থ প্রতিষ্ঠান/সংগঠন সঠিকভাবে ব্যয় না করে থাকে তবে ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট কর্তৃক বরাদ্দকৃত Phase Disbursement এর অবশিষ্ট স্থগিত করতে হবে;

ছ) সিএসআর সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি সংগ্রহ করবে;

জ) পরবর্তী বছরগুলোর জন্য সিএসআর খাতে নতুন বরাদ্দ অনুমোদনের আগে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পূর্ববর্তী সিএসআর বরাদ্দ এবং এন্ড-ইউজ মনিটরিং (End-Use Monitoring) রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে;

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক/অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য এন্ড-ইউজ মনিটরিং (End-Use Monitoring) প্রতিবেদন সহ সিএসআর কার্যক্রমের সকল দলিলাদি/নথি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা

ক) সিএসআর কার্যক্রম ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে প্রকাশিত হবে, প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রকাশ করা যেতে পারে;

খ) নির্ধারিত ফরম্যাটে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে সিএসআর প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

গ) ব্যাংক ওয়েবসাইটে সিএসআর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে;

১৬. পরিশেষ

সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিএসআর কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার সময় এসেছে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত সিএসআর কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হলে দেশের উন্নয়নে তা আরও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে। সিএসআর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সাথে জড়িত। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকাসমূহ মেনে সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো পদ্ধতির প্রচার ও কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজ ও সামগ্রিকভাবে দেশের প্রতি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।